প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

প্রকল্পের নাম: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙ্গান হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারী, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪।

বিভাগ: সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জ।

সার্কেল: বগুড়া পানি উন্নয়ন সার্কেল, বাপাউবো, বগুড়া।

জোন : উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

০১.	প্রকল্পের নাম	:	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ।
০২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
০৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/ বিভাগ	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
০৫.	প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা)	:	বিনিয়োগ

০৬.	প্রকল্পের অবস্থান (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	:	

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	মহানগর/পৌরসভা/উপজেলা
১।	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী

০৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়), বাস্তবায়নকাল এবং অনুমোদন:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মূল	৪৬৮৯.৮৪	৪৬৮৯.৮৪	-	জানুয়ারী, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪	১৯-০২-২০২৩	-	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

৮.১ সার্বিক:

(১) সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় প্রস্তাবিত ৩.৬৪৫ কিঃ মিঃ প্রিকশনারী কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষাসহ নদীর ভাঙ্গন প্রবণতা হ্রাস করা;
(২) যমুনা নদী ভাঙ্গান রোধ পূর্বক স্থানীয় বাসিন্দাগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
(৩) সামাজিক নিরাপত্তাসহ ক্ষুদ্র ও সামষ্টিক অর্থনীতির বিরূপ প্রভাব দূরীভূত করণের মাধ্যমে জীবনমান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখা;

৮.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

(১) সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় প্রস্তাবিত ৩.৬৪৫ কিঃ মিঃ প্রিকশনারী কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষাসহ নদীর ভাঙ্গন প্রবণতা হ্রাস করা;

০৯. প্রকল্পের পটভূমি (সংক্ষিপ্ত):

বাংলাদেশ এতদঞ্চলের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ যা একটি নদীমাতৃক দেশ হিসেবেও পরিচিত। মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৯,৭৩৪ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নদ-নদী, খাল-বিল, ঝিল ও হাওড় তথা মুক্ত জলাশয়। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বেশীরভাগ অংশ পলিযুক্ত সমতল ভূমি সদৃশ হওয়ায় বৃক্ষরাজি, লতা-গুল্ম, ফসলাদিতে সবুজে আবৃত বিধায় এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অগণিত পর্যটকগণ মুহিত হয়েছে। পৃথীবির বৃহৎ নদী-প্রণালী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এই তিনটি নদী-প্রণালীর সর্বনিম্ন ভাটিতে আবস্থিত সমতল ব-দ্বীপ দেশটির মোট ভূমির শতকরা ৮০ ভাগ প্লাবন ভূমি যা বর্ষায় প্লাবিত হয়। আবার জলবায়ু বিবেচনায় বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আদ্রতা, নাতিশীতোষ্ণ এবং শীত ও গ্রীষ্মে বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ যা সুস্পষ্ট ঋতুগত বৈচিত্র্য।

A

প্রকৃতির এই বিচিত্র আচরণের দরুন বর্ষায় প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয় এবং দেশের অধিকাংশ ভূমিই প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি নদীর তীর ভাঙ্গন কবলিত হয়। ফলশ্রুতিতে প্রায় প্রতিবছরই বিপুল পরিমান সহায়-সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয় প্রাকৃতিক দূর্যোগে।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন বঙ্গীয় অববাহিকার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে নদীর অংশ বিশেষ এবং ধীরে ধীরে নদীর সম্পূর্ণ অংশেরই গতিপথই বদলে যেতে পারে। নদীর এই গতিপথ পরিবর্তনের কারনে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের অধিকাংশ পানিই যমুনা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বিশাল প্রবাহ আয়তনের জলরাশি প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যমুনা নদী প্রচুর পরিমাণে পলিরাশিও বহন করে করে থাকে। বর্ষা ঋতুতে যমুনা নদী দৈনিক প্রায় ১২ লক্ষ টন পলি বহন করে আনে এবং বাহাদুরাবাদে পরিমাপকৃত যমুনার বার্ষিক পলিবহন ক্ষমতা প্রায় ৭৩৫ মিলিয়ন টন। যমুনা নদীর পানি প্রবাহের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে পলিরাশি বহন করার কারনে নদীর বুক জুড়ে অসংখ্য চড়ের সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী অত্যন্ত ভাঙ্গন-কবলিত এলাকাসমূহে জিও-ব্যাগ স্থাপন ও ডাম্পিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের নদ-নদীর বিন্যাসের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা সিস্টেম একটি বৃহত্তম নদীর সিস্টেম যার মাধ্যমে সীমান্তের ওপার হতে নেমে আসা পানির প্রায় ৮০% এ নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। যমুনা নদীর গড় প্রবাহমাত্রা ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্টের কারনে এটি পৃথীবির অন্যতম বৃহৎ Braided river বা শাখাযুক্ত নদী হিসেবে পরিচিত। সে কারনেই সারা বছর ব্যাপী যমুনা নদীর একাধিক শাখা প্রবাহমান থাকে। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক গঠন, অব্যাহত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশাল খাদ্য চাহিদাসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক কারনে এ দেশের নদ-নদীসমূহ অত্যন্ত ভাঙ্গন প্রবন নদী হিসেবে পরিচিত। নদী ভাঙ্গন একটি জটিল ও ভয়াবহ প্রাকৃতিক ঘটনা যার ফলে মারাত্বক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়। এর ফলে জীবন যাত্রা ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিগত কয়েক বছরের যমুনা নদীর মারত্বক ভাঙ্গনের ফলে যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার প্রায় বেশীর ভাগ অংশই নদীতে বিলীন হয়েছে। ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় চৌহালী উপজেলায় নদী ভাঙ্গন মারাত্বক আকার ধারন করে। ভাঙ্গনের ফলে অনেক ঘরবাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ আবাদী জমি নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে উপজেলার কিয়দংশ বিদ্যমান রয়েছে, যা যে কোন সময় যমুনা নদীতে বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এহেন, নাজুক পরিস্থিতিতে ভাঙ্গন কবলিত এলাকাসমূহের বাসিন্দাগণের জোর দাবীর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে ভাঙ্গনকবলিত পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে ভয়াবহ নদী ভাঙ্গন অবলোকন করেন এবং অত্র দপ্তরকে জরুরী ভিত্তিতে জিও-ব্যাগ ব্যবহার পূর্বক ভাঙ্গন রোধে ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

১০. প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ	মোট দৈর্ঘ্য
১	২	৩
১.	অস্থায়ী নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	৩.৬৪৫ কিলোমিটার

১১. প্রকল্প সংশোধনের কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): প্রযোজ্য নয়।

১২. ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): প্রযোজ্য নয়।

১৩. প্রকল্পের অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়):

উৎস / ধরন	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(২+৩+৪)
বিনিয়োগ	৪৬৮৯.৮৪	-	-	৪৬৮৯.৮৪
ঋণ	-	-	-	-
ইক্যুইটি	-	-	-	-
অনুদান	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-
মোট	৪৬৮৯.৮৪	-	-	৪৬৮৯.৮৪

খ. বাস্তবায়ন অবস্থা

১৪. বাস্তবায়নকাল:

অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল মেয়াদের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
জানুয়ারী , ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪	-	জানুয়ারী , ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪	-	প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৫. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল ব্যয়ের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪৬৮৯.৮৪	-	৪৬২৩.৬৭	(-) ১.৪১%	-

১৬. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমানুসারে):**

নাম, আইডি, মূল পদবি, গ্রেড ও মোবাইল নম্বর	দায়িত্বের ধরণ		একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত (হ্যাঁ/না)	সময়কাল (তারিখ)		মন্তব্য
	পূর্ণকালীন (হ্যাঁ/না)	অতিরিক্ত দায়িত্ব (হ্যাঁ/না)		যোগদান	অবমুক্তি	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
মোঃ আরিফুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ৪র্থ গ্রেড (৫০০০০-৭১২০০) ০১৩১৮-২৩৫২৩০	হ্যাঁ	-	হ্যাঁ	১৬/০৩/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪	

১৭. প্রকল্পের জনবলঃ

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল: সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জ এর জনবল দ্বারা প্রকল্পের সকল কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করা হয়নি।

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রয়োজনীয় জনবলের তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): প্রযোজ্য নয়।

১৮. **প্রশিক্ষণ (স্থানীয়/বৈদেশিক):** অনুমোদিত ডিপিপিতে স্থানীয় /বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অর্ন্তভূক্ত নেই।

১৯. **অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী):**

অংগের নাম	একক	পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব/	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:										
অভ্যন্তরীন ভ্রমন ব্যয়	জন দিবস	১৩২.০০	১.০০	১.০০	-	-	১.০০	১.০০	-	-
বিভিন্ন কমিটি এর সদস্যগণের সম্মানী ফি	সংখ্যক	২০.০০	৫.০০	৫.০০	-	-	৪.৮৫৩	৪.৮৫৩	-	-
মুদ্রণ ও বাঁধাই	সেট	৩৬০.০০	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৯৩	১.৯৯৩	-	-
স্টেশনারী ও আনুসঙ্গিক	আইটেম	১৯.০০	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৯৪	১.৯৯৪	-	-
জরীপ (ব্যাথিমেট্রিক ও টপোগ্রাফিক্যাল)	সেকশন	৯২৭.০০	৯.০০	৯.০০	-	-	৯.০০	৯.০০	-	-
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়) =			**১৯.০০**	**১৯.০০**			**১৮.৮৪**	**১৮.৮৪**		
(খ) মুলধন										
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় :										
নির্মাণ ও পূর্ত কাজ:										
অস্থায়ী নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ	কিঃমিঃ	৩.৬৪৫	৪৬৬৬.৮৪	৪৬৬৬.৮৪	-	-	৪৬০৪.৮৩	৪৬০৪.৮৩	-	-
উপমোট (মুলধন ব্যয়) =			**৪৬৬৬.৮৪**	**৪৬৬৬.৮৪**			**৪৬০৪.৮৩**	**৪৬০৪.৮৩**		
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মুলধন) =			**৪৬৮৫.৮৪**	**৪৬৮৫.৮৪**			**৪৬২৩.৬৭**	**৪৬২৩.৬৭**		
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			২.০০	২.০০	-	-	-	-	-	-
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি			২.০০	২.০০	-	-	-	-	-	-

A

সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় [(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)]=	৪৬৮৯.৮৪	৪৬৮৯.৮৪	-	-	৪৬২৩.৬৭	৪৬২৩.৬৭	-	-

২০. যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত: অনুমোদিত ডিপিপিতে যানবাহন ক্রয় অর্ন্তভূক্ত নেই।

২১. প্রকল্পের পরামর্শক সংক্রান্ত (স্থানীয়/বৈদেশিক): অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের পরামর্শক (স্থানীয়/বৈদেশিক) নিয়োগ অর্ন্তভূক্ত নেই।

২২. অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি স্থাপন: অনুমোদিত ডিপিপিতে অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি স্হাপন এর জন্য সংস্থান নেই।

২৩. পণ্য, কার্য এ সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

২৩.১ প্যাকেজসমূহের এর তথ্য:

ক) প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ০৮ টি; তার মধ্যে পণ্য ০০ টি, কার্য ০৭ টি ও সেবা ০১ টি।

খ) ক্রয়কৃত মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ০৮ টি; তার মধ্যে পণ্য ০০ টি, কার্য ০৭ টি ও সেবা ০১ টি।

~~গ) কোন প্যাকেজের ক্রয় সম্পন্ন না হলে তার কারণ (যদি থাকে):~~

ঘ) যে সকল প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য প্রকল্পের মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূলের ১% এর বেশী তার সংখ্যা: ০ টি; তার মধ্যে পণ্য ০ টি, কার্য ০ টি ও সেবা ০ টি।

২৩.২ প্যাকেজ ভিত্তিক পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের তথ্য: সংযুক্তি -খ এবং সংযুক্তি-গ অনুযায়ী তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

A

কার্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ চুক্তি অনুযায়ী	সমাপ্তি তারিখ প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
প্যাকেজ নং- CPPW-01, টেন্ডার আইডি- ৮৩৮৩৫২	যমুনা নদীর বামতীরে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলাধীন খাষপুকুরিয়া এবং রেহাইপুকুরিয়া নামক স্থানে যমুনা নদীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে কিঃ মিঃ ০.০০ হতে কিঃ মিঃ ০.৫০০ = ৫০০ মিটার পর্যন্ত প্রিকশনারী প্রতিরক্ষা কাজ।	পরিকল্পনা: ৬৬২.৭০ প্রকৃত: ৬৫৩.৮৯ ব্যত্যয়:	ওটিএম	তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০/০১/২৩ ২৫/০৫/২৩ ১৪৪	The business bangladesh, The new Age, The Jamuna Probaho.	২৬-০৬-২৩	২৮.০২.২৩ ২৫.০৭.২৩ ১৪৭	২৫.০৭.২৩	৬৫৩.৮৮ ২৫.০৭.২৩	৬৫৩.৮৬		
প্যাকেজ নং- CPPW-02, টেন্ডার আইডি- ৮১৬৩৬৭	যমুনা নদীর বামতীরে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলাধীন রেহাইপুকুরিয়া এবং দেওয়ানগঞ্জ বাজার নামক স্থানে যমুনা নদীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে কিঃ মিঃ ০.৫০০ হতে কিঃ মিঃ ১.০০০ = ৫০০ মিটার পর্যন্ত প্রিকশনারী প্রতিরক্ষা কাজ।	পরিকল্পনা: ৬৪৫.৭১ প্রকৃত: ৬৩৭.৫১ ব্যত্যয়:	ওটিএম	তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০/০১/২৩ ১২/০৪/২৩ ৯৩	The Daily Samakal, The Financial Express and the Jamuna Pobaho	২৬-০৪-২৩	২৮.০২.২৩ ২৪.০৫.২৩ ৮৫	২৪.০৫.২৩	৬৩৭.৫১ ২৪.০৫.২৩	৬৩৭.৪৯		

A

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
প্যাকেজ নং- CPPW-03, টেন্ডার আইডি- ৮১৬৩৬৯	যমুনা নদীর বামতীরে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলাধীন দেওয়ানগঞ্জ বাজার হতে চর নাকালিয়া নামক স্থানে যমুনা নদীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে কিঃ মিঃ ১.০০০ হতে কিঃ মিঃ ১.৫০০ = ৫০০ মিটার পর্যন্ত প্রিকশনারী প্রতিরক্ষা কাজ।	পরিকল্পনা: ৬২৬.৯২ প্রকৃত: ৬২০.১৭ ব্যত্যয়:	ওটিএম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০/০১/২৩ ১২/০৪/২৩ ৯৩	The Daily Samakal, The Financial Express and the Jamuna Pobaho	২৬-০৪-২৩	২৮.০২.২৩ ২৪.০৫.২৩ ৮৫	২৪.০৫.২৩	৬২০.১৭ ২৪.০৫.২৩	৬২০.১৬		
প্যাকেজ নং- CPPW-04, টেন্ডার আইডি- ৮১৬৩৬৮	যমুনা নদীর বামতীরে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলাধীন চর নাকালিয়া, মিটুয়ানী এবং চরবিনানু নামক স্থানে যমুনা নদীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে কিঃ মিঃ ১.৫০০ হতে কিঃ মিঃ ২.০০০ = ৫০০ মিটার পর্যন্ত প্রিকশনারী প্রতিরক্ষা কাজ।	পরিকল্পনা: ৬৩১.৫৫ প্রকৃত: ৬২৩.৫৩ ব্যত্যয়:	ওটিএম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০/০১/২৩ ১২/০৪/২৩ ৯৩	The Daily Samakal, The Financial Express and the Jamuna Pobaho	২৬-০৪-২৩	২৮.০২.২৩ ২৪.০৫.২৩ ৮৫	২৪.০৫.২৩	৬২৩.৫৩ ২৪.০৫.২৩	৬২২.৮৮		

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
প্যাকেজ নং- CPPW-05, টেন্ডার আইডি- ৮১৬৩৭২	যমুনা নদীর বামতীরে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলাধীন চরবিনানু এবং চর সলিমাবাদ নামক স্থানে যমুনা নদীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে কিঃ মিঃ ২.০০০ হতে কিঃ মিঃ ২.৫০০ = ৫০০ মিটার পর্যন্ত প্রিকশনারী প্রতিরক্ষা কাজ।	পরিকল্পনা: ৬২৩.৯৫ প্রকৃত: ৬১৭.০৫ ব্যত্যয়:	ওটিএম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০/০১/২৩ ১২/০৪/২৩ ৯৩	The Daily Samakal, The Financial Express and the Jamuna Pobaho	২৬-০৪-২৩	২৮.০২.২৩ ২৪.০৫.২৩ ৮৫	২৪.০৫.২৩	৬১৭.০৫ ২৪.০৫.২৩	৬১৭.০৩		
প্যাকেজ নং- CPPW-06, টেন্ডার আইডি- ৮১৬৩৭৬	যমুনা নদীর বামতীরে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলাধীন চর সলিমাবাদা নামক স্থানে যমুনা নদীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে কিঃ মিঃ ২.৫০০ হতে কিঃ মিঃ ৩.০৪৫ = ৫৪৫ মিটার পর্যন্ত প্রিকশনারী প্রতিরক্ষা কাজ।	পরিকল্পনা: ৭১৪.৪১ প্রকৃত: ৭০৩.৫৫ ব্যত্যয়: প্রকৃত: ৭৫০.১১ ব্যত্যয়:	ওটিএম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০/০১/২৩ ১২/০৪/২৩ ৯৩ ১২/০৪/২৩ ৯৩	The Daily Samakal, The Financial Express and the Jamuna Pobaho	২৬-০৪-২৩	২৮.০২.২৩ ২৪.০৫.২৩ ৮৫ ২৪.০৫.২৩ ৮৫	২৪.০৫.২৩	৭০৩.৫৫ ২৪.০৫.২৩	৭০৩.৩৩		

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
প্যাকেজ নং- CPPW-07, টেন্ডার আইডি- ৮১৬৩৭৭	যমুনা নদীর বামতীরে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলাধীন চর সলিমাবাদ (ভ,তের মোড়) নামক স্থানে যমুনা নদীর ভাঙ্গান রক্ষার্থে কিঃ মিঃ ০.০০ হতে কিঃ মিঃ ০.৬০০ = ৬০০ মিটার পর্যন্ত প্রিকশনারী প্রতিরক্ষা কাজ।	পরিকল্পনা: ৭৬১.৬০	ওটিএম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০/০১/২৩	The Daily Samakal, The Financial Express and the Jamuna Pobaho	২৬-০৪-২৩	২৮.০২.২৩	২৪.০৫.২৩	৭৫০.১১ ২৪.০৫.২৩	৭৫০.০৪		
		প্রকৃত: ৭৫০.১১			১২/০৪/২৩			২৪.০৫.২৩					
		ব্যত্যয়:			৯৩			৮৫					

*পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখ উল্লেখ করুন

** ব্যত্যয় হিসেবে পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখের মধ্যে পার্থক্য দিন এ উল্লেখ করুন

*** প্রকল্প দলিলের ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত তারিখ পরিকল্পনা হিসেবে উল্লেখ করুন।

A

সংযুক্তি-গ

সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
CPSW -01	যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কিঃ মিঃ ০.০০ হতে কিঃ মিঃ ৩.৬৪৫ = ৩৬৪৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্যে ব্যাথেমেট্রিক সার্ভে ও ট্রপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে কাজ।	পরিকল্পনা: ৯.০০ প্রকৃত: ৮.০৬ ব্যত্যয়:	ওটিএম	নিবার্হী প্রকৌশলী	০৩/০৩/২৩ ২১/০৬/২৩ ১১০	Daily Sangbad, Daily Dhaka Tribune, The daily Jamuna Probaho.	০৬/০৭/২৩	০৩/০৫/২৩ ২৪/০৭/২৩ ৮২	২৪/০৭/২৩	৮.০৬ ২৪.০৭.২৩	৮.০৬	২৮.০৬.২৪	২৮.০৬.২৪

* পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখ উল্লেখ করুন

** ব্যত্যয় হিসেবে পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখের মধ্যে পার্থক্য দিন এ উল্লেখ করুন

*** প্রকল্প দলিলের ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত তারিখ পরিকল্পনা হিসেবে উল্লেখ করুন।

গ. আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

২৪. মূল এবং সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা: (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (মূল প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)				আর্থিক ও বাস্তব অর্জন (সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)			
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন/ অন্যান্য	বাস্তব (%)	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন/ অন্যান্য	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০২২-২৩	৪৭৫.৬৮	৪৭৫.৬৮	-	১০.১৪%	-	-	-	-
২০২৩-২৪	৪২১৪.১৬	৪২১৪.১৬	-	৮৯.৮৬%	-	-	-	-
সর্বমোট=	৪৬৮৯.৮৪	৪৬৮৯.৮৪	-	১০০.০০%	-	-	-	-

২৫. সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অর্জন: (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা				অর্থছাড় জিওবি	আর্থিক ও বাস্তব অর্জন				অব্যয়িত ছাড়কৃত জিওবি
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)		মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
২০২২-২৩	০.০০	০.০০		০.০%	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০%	০.০০
২০২৩-২৪	৪৬২৫.০০	৪৬২৫.০০		১০০%	৪৬২৫.০০	৪৬২৩.৬৭	৪৬২৩.৬৭		১০০%	১.৩৩
সর্বমোট=	৪৬২৫.০০	৪৬২৫.০০		১০০%	৪৬২৫.০০	৪৬২৩.৬৭	৪৬২৩.৬৭		১০০%	১.৩৩

নোট: ১। ছাড়কৃত জিওবি অর্থের অব্যয়িত অংশের সমন্বয় সংক্রান্ত প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে;
২। পরিকল্পনা বিভাগের জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ফর্মূলা ব্যবহার করে বাস্তব অগ্রগতির হার নির্ধারণ করতে হবে।

ঘ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

২৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকৃত অর্জন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ঘাটতির কারণ (যদি থাকে):

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জনে ঘাটতি থাকলে তার কারণ
(১) নদী ভাঙ্গণ রোধে ৩.৬৪৫ কিঃ মিঃ প্রিকশনারী নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন	প্রকল্পটির ৩.৬৪৫ কিলোমিটার, প্রিকশনারী নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ সঠিক সময়ে ও কাজের গুনগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন এর ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গণ হ্রাস পেয়েছে। জনসাধারণের বসতবাড়ী, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি যমুনা নদীর ভাঙ্গণ হতে রক্ষা পেয়েছে।	ঘাটতি নেই।

ঙ. বেনিফিট বিশ্লেষণ

২৭. বার্ষিক আউটপুট:

আউটপুটসমূহ	একক	প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ (পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হলে)	পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবার পর ১ম বছরের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ
উচ্চ বিদ্যালয়	সংখ্যা	২	২
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	৩	৩
কালভার্ট (বড়/মাঝারি/ছোট)	সংখ্যা	২	২
ব্রীজ (বড়/মাঝারি/ছোট)	সংখ্যা	২	২
পাঁকা দোকান	সংখ্যা	৩৫	৩৫
আবাসিক ও বানিজ্যিক জমি	হেক্টর	৫৫	৫৫
পাঁকা ও অস্থায়ী মসজিদ	সংখ্যা	৮	৮
থানা ভবন	সংখ্যা	১	১
মার্কেট ও বাজার	সংখ্যা	১	১
স্থানীয় হাট/বাজার	সংখ্যা	১	১
স্বাস্থ্য কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা	১	১
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স	সংখ্যা	১	১
মাদ্রাসা	সংখ্যা	৩	৩
বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩	৩
বিভিন্ন এনজিও স্কুল	সংখ্যা	৩	৩
আবাসিক ঘরবাড়ী (পাঁকা ও স্থায়ী)	সংখ্যা	৪৫	৪৫
আবাসিক ঘরবাড়ী (কাঁচা ও আধা পাঁকা)	সংখ্যা	৭৫	৭৫
সার ও খাদ্য গুদাম	সংখ্যা	১	১

২৮. কস্ট বেনিফিট:

বিবরণ	প্রাক্কলিত	প্রকৃত
(১) প্রকল্পের বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত		It will be evaluated later by concern directorate of BWDB & IMED.
(ক) আর্থিক	১.২৮:১	
(খ) অর্থনৈতিক	১.১০:১	
(২) ইনটারনাল রেট অব রিটার্ন		
(ক) আর্থিক	১৪.২২%	
(খ) অর্থনৈতিক	১৮.০২%	

২৯. প্রকল্পের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত বেনিফিটের মধ্যে কোন ঘাটতি থাকলে তার কারণ উল্লেখ করুন: প্রকল্পের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত বেনিফিটের মধ্যে কোন ঘাটতি নেই।

চ. পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ

৩০. প্রকল্প বাস্তবায়নকালের পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত:

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ক) আইএমইডি				
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মহাপরিচালক, আইএমইডি	১৪/০৬/২০২৪	নাই		
খ) মন্ত্রণালয়/সংস্থা:				
মাহবুব সাঈদ মল্লিক অতিঃ সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।	০৮/০৭/২০২৩	নাই		
মোঃ রবিউল ইসলাম যুগ্ম সচিব,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।	১৪/০৪/২০২৪	নাই		
মোঃ রমজান আলী প্রামাণিক মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।	০৪/০৬/২০২৩	নাই		
এস. এম. শহিদুল ইসলাম অতিঃ মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।	০৮/০৭/২০২৩	নাই		
মোঃ জহিরুল ইসলাম প্রধান প্রকৌশলী উওর পশ্চিমা,বাপাউবো, রাজশাহী।	একাধিকবার	নাই		
মোঃ শাহজাহান সিরাজ প্রধান প্রকৌশলী বাপাউবো, ফরিদপুর।	০২/০৬/২০২৩	নাই		
মোঃ মুখলেসুর রহমান অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী উওর পশ্চিমা,বাপাউবো, রাজশাহী।	একাধিকবার	নাই		
মোঃ আরিফুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বাপাউবো,বগুড়া।	একাধিকবার	নাই		
মোঃ মাহবুবুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী বাপাউবো,সিরাজগঞ্জ।	একাধিকবার	নাই		
গ) অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে)				

A

৩১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও সমাপ্তির পর নিরীক্ষণ সংক্রান্ত:

(ক) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
আলোচ্য প্রকল্পে বাস্তবায়নকালীন ও সমাপ্তির পর অভ্যন্তরীণ কোন আপত্তি নেই।				
মোট আপত্তির সংখ্যা ও আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ			-	-

(খ) বহিঃনিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
আলোচ্য প্রকল্পে বাস্তবায়নকালীন ও সমাপ্তির পর অভ্যন্তরীণ কোন আপত্তি নেই।				
মোট আপত্তির সংখ্যা ও আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ			-	-

ছ. প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মন্তব্য

৩২. প্রকল্পের বিষয়ে সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩২.১. পটভূমিঃ বাংলাদেশ এতদঞ্চলের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ যা একটি নদীমাতৃক দেশ হিসেবেও পরিচিত। মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৯,৭৩৪ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নদ-নদী, খাল-বিল, ঝিল ও হাওড় তথা মুক্ত জলাশয়। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বেশীরভাগ অংশ পলিযুক্ত সমতল ভূমি সদৃশ হওয়ায় বৃক্ষরাজি, লতা-গুল্ম, ফসলাদিতে সবুজে আবৃত বিধায় এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অগণিত পর্যটকগণ মুহিত হয়েছে। পৃথীবির বৃহৎ নদী-প্রণালী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এই তিনটি নদী-প্রণালীর সর্বনিম্ন ভাটিতে আবস্থিত সমতল ব-দ্বীপ দেশটির মোট ভূমির শতকরা ৮০ ভাগ প্লাবন ভূমি যা বর্ষায় প্লাবিত হয়। আবার জলবায়ু বিবেচনায় বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আদ্রতা, নাতিশীতোষ্ণ এবং শীত ও গ্রীষ্মে বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ যা সুস্পষ্ট ঋতুগত বৈচিত্র্য। প্রকৃতির এই বিচিত্র আচরণের দরুন বর্ষায় প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয় এবং দেশের অধিকাংশ ভূমিই প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি নদীর তীর ভাঙ্গান কবলিত হয়। ফলশ্রুতিতে প্রায় প্রতিবছরই বিপুল পরিমান সহায়-সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয় প্রাকৃতিক দূর্যোগে।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন বঙ্গীয় অববাহিকার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে নদীর অংশ বিশেষ এবং ধীরে ধীরে নদীর সম্পূর্ণ অংশেরই গতিপথই বদলে যেতে পারে। নদীর এই গতিপথ পরিবর্তনের কারনে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের অধিকাংশ পানিই যমুনা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । বিশাল প্রবাহ আয়তনের জলরাশি প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যমুনা নদী প্রচুর পরিমাণে পলিরাশিও বহন করে করে থাকে। বর্ষা ঋতুতে যমুনা নদী দৈনিক প্রায় ১২ লক্ষ টন পলি বহন করে আনে এবং বাহাদুরাবাদে পরিমাপকৃত যমুনার বার্ষিক পলিবহন ক্ষমতা প্রায় ৭৩৫ মিলিয়ন টন। যমুনা নদীর পানি প্রবাহের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে পলিরাশি বহন করার কারনে নদীর বুক জুড়ে অসংখ্য চড়ের সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী অত্যন্ত ভাঙ্গান-কবলিত এলাকাসমূহে জিও-ব্যাগ স্থাপন ও ডাম্পিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গান রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের নদ-নদীর বিন্যাসের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা সিস্টেম একটি বৃহত্তম নদীর সিস্টেম যার মাধ্যমে সীমান্তের ওপার হতে নেমে আসা পানির প্রায় ৮০% এ নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। যমুনা নদীর গড় প্রবাহমাত্রা ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারনে এটি পৃথীবির অন্যতম বৃহৎ Braided River বা শাখাযুক্ত নদী হিসেবে পরিচিত। সে কারনেই সারা বছর ব্যাপী যমুনা নদীর একাধিক শাখা প্রবাহমান থাকে। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক গঠন, অব্যাহত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশাল খাদ্য চাহিদাসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক কারনে এ দেশের নদ-নদীসমূহ অত্যন্ত ভাঙ্গান প্রবন নদী হিসেবে পরিচিত। নদী ভাঙ্গান একটি জটিল ও ভয়াবহ প্রাকৃতিক ঘটনা যার ফলে মারাত্বক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়। এর ফলে জীবন যাত্রা ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিগত কয়েক বছরের যমুনা নদীর মারত্বক ভাঙ্গানের ফলে যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার প্রায় বেশীর ভাগ অংশই নদীতে বিলীন হয়েছে। ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় চৌহালী উপজেলায় নদী ভাঙ্গান মারাত্বক আকার ধারন করে। ভাঙ্গানের ফলে অনেক ঘরবাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ আবাদী জমি নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে উপজেলার কিয়দংশ বিদ্যমান রয়েছে, যা যে কোন সময় যমুনা নদীতে বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এহেন, নাজুক পরিস্থিতিতে ভাঙ্গান কবলিত এলাকাসমূহের বাসিন্দাগণের জোর দাবীর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে ভাঙ্গানকবলিত পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে ভয়াবহ নদী ভাঙ্গান অবলোকন করেন এবং অত্র দপ্তরকে জরুরী ভিত্তিতে জিও-ব্যাগ ব্যবহার পূর্বক ভাঙ্গান রোধে ব্যবস্থা গ্রহনের নিদের্শনা প্রদান করেন।

৩২.২ যৌক্তিকতা/পর্যাপ্ততাঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী অত্যন্ত ভাঙ্গান-কবলিত এলাকাসমূহে জিও-ব্যাগ স্থাপন ও ডাম্পিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গান রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের নদ-নদীর বিন্যাসের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা সিস্টেম একটি বৃহত্তম নদীর সিস্টেম যার মাধ্যমে সীমান্তের ওপার হতে নেমে আসা পানির প্রায় ৮০% এ নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। যমুনা নদীর গড় প্রবাহমাত্রা ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারনে এটি পৃথীবির অন্যতম বৃহৎ Braided River বা শাখাযুক্ত নদী হিসেবে পরিচিত। সে কারনেই সারা বছর ব্যাপী যমুনা নদীর একাধিক শাখা প্রবাহমান থাকে। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক গঠন, অব্যাহত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশাল খাদ্য চাহিদাসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক কারনে এ দেশের নদ-নদীসমূহ অত্যন্ত ভাঙ্গান প্রবন নদী হিসেবে পরিচিত। নদী ভাঙ্গান একটি জটিল ও ভয়াবহ প্রাকৃতিক ঘটনা যার ফলে মারাত্বক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়। এর ফলে জীবন যাত্রা ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিগত কয়েক বছরের যমুনা নদীর মারত্বক ভাঙ্গানের ফলে যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার প্রায় বেশীর ভাগ অংশই নদীতে বিলীন হয়েছে। ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় চৌহালী উপজেলায় নদী ভাঙ্গান মারাত্বক আকার ধারন করে। ভাঙ্গানের ফলে অনেক ঘরবাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ আবাদী জমি নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে উপজেলার কিয়দংশ বিদ্যমান রয়েছে, যা যে কোন সময় যমুনা নদীতে বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এহেন, নাজুক পরিস্থিতিতে ভাঙ্গান কবলিত এলাকাসমূহের বাসিন্দাগণের জোর দাবীর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে ভাঙ্গানকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং IWM ও CEGIS কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয় যাহার স্মারক নং-পরিকল্পনা/কমিটি/২০২০(৩য় খন্ড)/৭৬, তারখিঃ ২০-১২-২০২০ খ্রিঃ। কমিটি কর্তৃক গত ০৩-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরর্দিশন পূর্বক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও নকশা প্রনয়ন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ পূর্বক সংযোজন করতঃ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতবিদেন প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবিত ডিপিপি এর প্রধান অঙ্গসমূহ হলো প্রকিশনারী নদীর তীর প্রতরিক্ষা কাজ।

৩২.৩ উদ্দেশ্যঃ

(১) সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় প্রস্তাবিত ৩.৬৪৫ কিঃ মিঃ প্রিকশনারী কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষাসহ নদীর ভাঙ্গান প্রবণতা হ্রাস করা;
(২) যমুনা নদী ভাঙ্গান রোধ পূর্বক স্থানীয় বাসিন্দাগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
(৩) সামাজিক নিরাপত্তাসহ ক্ষুদ্র ও সামষ্টিক অর্থনীতির বিরূপ প্রভাব দূরীভূত করণের মাধ্যমে জীবনমান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখা;

৩২.৪ প্রকল্প সংশোধন এ তার কারণ সম্পর্কিত: প্রযোজ্য নয়।

৩৩. প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌক্তিকতা (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩৩.১ ধারনাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষপুকুরিয়া ইউনিয়নস্থ খাষপুকুরিয়া, রেহাইপুকুরিয়া ও দেওয়ানগঞ্জ বাজার এবং বাঘুটিয়া ইউনিয়নস্থ চর নাকালিয়া, চর বিনানয়ী, মিটওয়ানী ও চর সলিমাবাদ এলাকাসমূহ অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। এখানে রয়েছে স্কুল, মাদ্রসা, মসজিসদ-মন্দির, তাঁতপাড়া সহ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট ভাঙ্গান কবলিত এলাকাসমূহের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১২,৮৯০ জন। উক্ত এলাকাসমূহের নদী ভাঙ্গানরোধে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের জনগন এ স্থানে যমুনা নদী ভাঙ্গান প্রতিরোধে প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। স্থানীয় জনগণের জোর দাবীর প্রেক্ষিতে "সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙ্গান হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিলের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তসহ বহি:সদস্য এর সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কার্য-পরিধিসহ একটি কারিগরি কমিটি,বোর্ডের স্মারক নং পরিকল্পনা/কমিটি/২০২০ (৩য় খন্ড)/৭৬ তারিখঃ ২০-১২-২০২০ খ্রিঃ মারফত গঠন করা হয়। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৩.২ নকশাঃ আলোচ্য প্রকল্পের বর্তমান নির্মাণ কাজের উপাদানগুলি ডিপিপি প্রস্তুতির সময়ে বাপাউবো'র-এর নকশা সার্কেল-৭ এর অনুমোদিত নকশা অনুসারে ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কাজের সময়, সর্বশেষ নদীর মরফোলজিক্যাল অবস্থান এবং সময় বিবেচনা করে বাপাউবো'র-এর নকশা সার্কেল-৭ এর অনুমোদিত নকশা মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩৩.৩ স্থানঃ সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষপুকুরিয়া ইউনিয়নস্থ খাষপুকুরিয়া, রেহাইপুকুরিয়া ও দেওয়ানগঞ্জ বাজার এবং বাঘুটিয়া ইউনিয়নস্থ চর নাকালিয়া, চর বিনানয়ী, মিটওয়ানী ও চর সলিমাবাদ এলাকাসমূহ অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। প্রকল্প এলাকায় স্কুল, মাদ্রসা, মসজিসদ-মন্দির, তাঁতপাড়া সহ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ী এবং কৃষিজমি রক্ষার্থে প্রিকশনারী কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

৩৩.৪ বাস্তবায়নকালঃ "সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙ্গান হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ" শীষক প্রকল্পটি গত ২১.০২.২০২৩ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন পাওয়া যায়। অনুমোদন পরবর্তী নকশা, দরপত্র আহ্বান এর মাধ্যমে প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত সকল অঙ্গের কাজ সঠিক সময়ে সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন জানুয়ারী, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ খ্রিঃ পযন্ত।

A

৩৪. **প্রকল্প পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):**

৩৪.১ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৩৪.২ প্রকল্প সনাক্তকরণঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী অত্যন্ত ভাঙ্গান-কবলিত এলাকাসমূহে জিও-ব্যাগ স্থাপন ও ডাম্পিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গান রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় প্রস্তাবিত ৩.৬৪৫ কিঃ মিঃ প্রিকশনারী কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষাসহ নদীর ভাঙ্গন প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব হবে।

৩৪.৩ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নঃ "সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিলের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তসহ বহিঃসদস্য এর সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কার্য-পরিধিসহ একটি কারিগরি কমিটি,বোর্ডের স্মারক নং পরিকল্পনা/কমিটি/২০২০ (৩য় খন্ড)/৭৬ তারিখঃ ২০-১২-২০২০ খ্রিঃ মারফত গঠন করা হয়। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৪.৪ প্রকল্পের প্রাক-মূল্যায়নঃ সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষপুকুরিয়া ইউনিয়নস্থ খাষপুকুরিয়া, রেহাইপুকুরিয়া ও দেওয়ানগঞ্জ বাজার এবং বাঘুটিয়া ইউনিয়নস্থ চর নাকালিয়া, চর বিনানয়ী , মিটওয়ানী ও চর সলিমাবাদ এলাকাসমূহ অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। এখানে রয়েছে স্কুল, মাদ্রসা, মসজিসদ-মন্দির, তাঁতপাড়া সহ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ।আলোচ্য প্রকল্পের উপর গত ২০-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়, পিইসি সভার সিদ্ধান্ত ও ইহার প্রতিপালন প্রতিবেদনসহ সভার কার্য বিবরণী । পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ০৫-০৮-২০২২ তারিখে ৪৬৮৯.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে সূত্র স্মারক নং ২০.০৪.০০০০.৩৫৮.০১৪.০৫০.২০২১/৯১, তারিখঃ ২০-০৯-২০২২ মারফত পরিকল্পনা কমিশন হতে মতামত প্রদান করা হয় এবং সে আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনরায় দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে ৪৬৮৯.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পুনর্গঠন করে অনুমোদন এর জন্য প্রেরণ করা হয়।

৩৪.৫ অর্থায়নঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৪.৬ প্রকল্প অনুমোদনঃ "সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙ্গান হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ" শীষক প্রকল্পটি গত ২১.০২.২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন পাওয়া যায়।

৩৪.৭ অন্যান্য (যদি থাকে)

৩৫. প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর অবস্থা ও প্রকল্পের ফলাফল বিশ্লেষণ (নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে):

৩৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে উপকারভোগীদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল কি না ?

হ্যাঁ

৩৫.২ প্রকল্প থেকে সৃষ্ট সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য কার্যক্রমঃ উপকারভোগীরা সরাসরি প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধার সুবিধা নিচ্ছেন।

৩৫.৩ প্রকল্পের ও এন্ড এম কার্যক্রমঃ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হওয়ার পর বাপাউবো'র-এর নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট থেকে মেরামত/পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন করা হবে।

৩৫.৫ প্রকল্পের প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)

৩৫.৬ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ব্যবস্থাঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৫.৭ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানঃ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের সময় অনেক লোকের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩৫.৮ আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতাঃ স্ব-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে কারণ বিদ্যমান বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলি নদী তীর ভাঙন এবং পরিবেশগত অবক্ষয় থেকে সুরক্ষিত।

A

৩৫.৯ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের সম্ভাব্যতাঃ হ্যাঁ, উপকৃত প্রকল্পের এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে ।

৩৫.১০ উন্নয়নের নারীদের অংশ গ্রহণঃ হ্যাঁ।

৩৫.১১ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবঃ নদী তীর ভাঙন রোধ করার ফলে বিভিন্ন অবকাঠামো ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পায়। ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য বৃদ্ধি পায়।

৩৫.১২ পরিবেশের ওপর প্রভাবঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশগত উন্নয়ন সাধিত হয়।

৩৫.১৩ প্রকল্প টেকসইকরণ ও এক্সিট প্ল্যানঃ প্রকল্পটি টেকসই কিন্তু পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন।

৩৫.১৪ দারিদ্র দূরিকরণ/হ্রাসকরণে অবদানঃ দারিদ্র্য বিমোচন/হ্রাসে প্রকল্পটির প্রত্যক্ষ অবদান এবং প্রভাব রয়েছে।

৩৫.১৫ জনপ্রতিনিধি, স্থায়ী অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, মহিলা প্রতিনিধি প্রমূখের মতামতঃ প্রকল্প সম্পর্কে ইতিবাচক মতামত প্রদান করেন।

৩৫.১৬ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অবদান এবং এনজিও কর্মকান্ডের সাথে দ্বৈততা মম্পর্কে মতামতঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত সমস্যা (মেয়াদ ও সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা (নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা) করা যেতে পারে:

৩৬.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৬.২ প্রকল্প পরিচালকঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.৩ ভূমি অধিগ্রহণঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.৪ ক্রয় কার্যক্রমঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.৫ পরামর্শ সেবাঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.৬ ঠিকাদারঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.৭ লোকবলঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.৮ আইন শৃংখলাঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.৯ প্রাকৃতিক দূর্যোগঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.১০ প্রকল্পে অর্থায়নঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.১১ বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়ঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.১২ নকশা প্রস্তুত ও অনুমোদনঃপ্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৩ প্রকল্প সহায়তা ছাড়করণ এবং পূর্ণভরণঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৪ মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৫ তত্ত্বাবধান/পরিবীক্ষণঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৭ যানবাহনঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৮ প্রশিক্ষণঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৯ অনুমোদনঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৬.২০ অন্যান্য।

৩৭. প্রকল্প পরিচালকের মতামত এবং সুপারিশঃ প্রকল্পটি সঠিক সময়ে ও কাজের গুনগতমান বজায় রেখে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প এলাকাটি নদী ভাঙ্গন মুক্ত রয়েছে এবং সুফল জনসাধারণ ভোগ করছে। প্রকল্পটিকে সঠিকভাবে কর্মক্ষম রাখতে প্রতিবছর প্রয়োজন অনুসারে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

তারিখ:......১৮/০৭/২০২৪...... প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল

(মোঃ আরিফুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বগুড়া পানি উন্নয়ন সার্কেল
বাপাউবো, বগুড়া।

৩৮. সংস্থা প্রধানের মতামত এবং সুপারিশ: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় খাষপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষাকল্পে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নদী ভাঙ্গনের কবল হতে রক্ষা করা হয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সার্থক বলে প্রতীয়মান হয়।

তারিখ:...২৪-১০-২৪........ সংস্থা প্রধানের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল

(মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা)
পরিচিতি নং- ৬৬০১১৮০০১
মহাপরিচালক
বাপাউবো, ঢাকা।

৩৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের মতামত এবং সুপারিশ: প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সুফল অব্যাহত ও স্থায়ী রাখার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

তারিখ:................................ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের স্বাক্ষর ও সীল